প্রথম আলো

তারিখ 15 OCT 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা সংঘর্ষের ঘটনায় তদন্ত কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। একই সঙ্গে গত ৭ অক্টোবর ছাত্র সংঘর্ষ এবং শিক্ষকদের আন্দোলনের ঘটনায় পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আবাসিক কার্যালয়ে সিন্ডিকেটের এক সভায় ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ এইচ এম জোহাদুল করিম *প্রথম আলোকে* বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি, বিরাজমান ঘটনায় ছাত্রদের মধ্যে সমঝোতা, সাংসদ ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের সঙ্গে বৈঠক, সুধী সমাবেশ, শিক্ষার্থী এবং তাঁদের অভিভাবকদের মধ্যে মতবিনিময়ের কারণে ক্যাম্পাস ২৯ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

এদিকে ওই দিনের সংঘর্ষের ঘটনায় পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এতে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক কুভু গোপীদাসকে সভাপতি করা হয়েছে।

শিক্ষকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনায় তদন্ত কমিটি : কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের (সিএসই) এক শিক্ষকের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষকের বাগ্‌বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটিরও আহ্বায়ক করা হয়েছে অধ্যাপক কুভু গোপীদাসকে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার কামরুল উদ্দিন খন্দকার এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। গত ৭ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে ওই ঘটনা ঘটে।

১১ শিক্ষকের সংবাদ সম্মেলন : কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত ১১ শিক্ষক গতকাল বেলা সাড়ে তিনটায় শহরের একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করেন। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক মো. তাজুল ইসলাম। লিখিত বক্তব্যে তিনি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচানোর জন্য কুমিল্লার সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনরত শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাজী জাহিদুর রহমান, আনোয়ার হোসেন, আবদুল হাকিম, মো. সোলায়মাননহ ১১ শিক্ষক। উপাচার্যের পদত্যাগ, ভর্তি ফরম বিক্রির টাকা পদমর্যাদা অনুযায়ী সমান হারে ভাগ করার দাবিসহ বেশ কয়েকটি দাবিতে তাঁরা আন্দোলন করছেন।

হল ত্যাগ : গত ৭ অক্টোবর ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হল ত্যাগের নির্দেশ দেয় ওই দিন সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে। কিন্তু ছাত্রলীগ সমর্থিত নেতা-কর্মীরা গতকাল পর্যন্ত হলে ছিলেন। পরে প্রশাসনিক নির্দেশে পুলিশ তাঁদের বের করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।